

📖 রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের] গৃহে একদিন

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিষয়সূচী এবং বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

আত্মীয়-স্বজন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে কি পরিমাণ পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন, যা বলে শেষ করা যাবে না। এমন কি মক্কার কাফের কুরাইশরা পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নবুয়তের পূর্বে তাঁকে মহা সত্যবাদী ও আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আর তাঁর স্ত্রী খাদীজা তাকে এ কথাগুলি বলে প্রবোধ দিয়ে বর্ণনা করেন:

«إِنَّكَ لِتَصِلَ الرَّحِمَ وَتَصَدَّقَ...»

“আপনি তো আত্মীয়তা অটুট রাখেন ও সর্বদায় সত্য কথা বলেন...।”

এতো সেই ব্যক্তি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি শ্রেষ্ঠ অধিকার ও সর্ব বৃহৎ দায়িত্বসমূহ পালন করেন.. তিনি তাঁর সাত বছর বয়সে ইন্তেকাল করা মাতার কবর যিয়ারত করেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكروا الموت».

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাতার কবর যিয়ারত কালে কান্না করেন ও তার কান্নায় উপস্থিত সকলেই কাঁদেন। অতঃপর তিনি বলেন: “আমি স্বীয় প্রভুর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি, পরে আমি তাঁর সমীপে তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। অতএব, হে আমার উম্মত! তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।”[1]

লক্ষ্য করুন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীয় আত্মীয় স্বজনদের প্রতি ভালবাসা ও সৎ পথের দাওয়াত দেয়ার আগ্রহ ও তাদের হিদায়েত প্রাপ্তি ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল কত প্রবল। আর এ পথে তিনি কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لما نزلت هذه الآية: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) ، دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشاً فاجتمعوا فعمَّ وخصَّ، وقال: «يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها».

যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল: “وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ” অর্থাৎ “আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন

করুন।”[সূরা শুয়ারা: ২১৪] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সকল স্তরের লোকদেরকে আহ্বান করে একত্রিত করে বলেন: “হে বনী আবদে শামস, হে বনী কা’ব বিন লুয়ই তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আবদে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো[২]।

কেননা কিয়ামত দিবসে আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। তবে আমি এ ধরাতে তোমাদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক ঠিক রাখবো।

তিনি সেই প্রিয় নবী, যিনি তাঁর চাচা আবু তালিবকে দাওয়াত দিতে কোন বিরক্ত হননি ও কোন প্রকার ত্রুটি করেননি, বিভিন্ন পন্থায় তাকে একের পর এক দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকি তিনি তার মৃত্যুর সময়ে তার নিকট এসেছেন:

«لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: «أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل»، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فلم يزالا يكلماناه حتى قال آخر شيء كلمهم به، على ملة عبد المطلب».

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) .

“যখন আবু তালিব মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে তখন তার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেন, সে মুহূর্তে তার নিকট উপস্থিত ছিল আবু জেহেল, আবুল্লাহ বিন আবি ওমাইয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হে আমার চাচা! আপনি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই’ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে করে কিয়ামত দিবসে আমি আল্লাহর কাছে প্রমাণ পেশ করে সুপারিশ করতে পারি। এ সময় আবু জেহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবি ওমাইয়া বলল: ওহে আবু তালেব! শেষ পর্যন্ত কি তুমি আব্দুল মুত্তালিব এর ধর্মকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছ? তারা বার বার এ কথাটি আবৃত্তি করতে লাগল, অবশেষে আবু তালিব সর্ব শেষ যে কথাটি বলল: তা হল: “আমি আব্দুল মুত্তালিব এর ধর্মের উপরেই।”

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব। পরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ١١٣ ﴾ [التوبة: ١١٣]

অর্থাৎ: নবী ও অন্যান্য মু’মিনদের জন্য বৈধ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয় হয়, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।[৩]

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ٥٦ ﴾ [القصص: ٥٦]

অর্থাৎ: হে নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না।[৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালিবের জীবদ্দশায় তাকে অনেক বার ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এমনকি তার জীবনের শেষ মূহর্ত গুলিতেও। অতঃপর তার মৃত্যুর পর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতি সদ্যবহার ও দয়া পরবশ হয়ে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারপর তিনি আল্লাহর নির্দেশ শ্রবণ ও অনুসরণের নিমিত্তে নিকটাত্মীয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হতে বিরত থাকেন। এ হল তাঁর উম্মতের প্রতি দয়ার চিত্রের মধ্য হতে কতিপয় মহৎ চিত্র। অতঃপর পরিশেষে এ মহান দ্বীনে মিত্রতার ও কাফের-মুশরিকদের সাথে বৈরিতার চিত্রও প্রকাশিত হয়েছে যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়।

نبى أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد
فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً يلوح كما لاح الصقيل المهند
وأنذرنا ناراً، وبشر جنة وعلمنا الإسلام فله نحمد

আরবি কবি বলেন:

নবী-রাসূলদের আগমনের সাময়িক ধারা বিচ্ছিন্নতা উপেক্ষা ও সকল নিরাশা ভেদ করে আমাদের নিকট আগমন করেন একজন নবী যখন বিশ্বজগতে চলত ব্যাপক মূর্তি পূজা। অতঃপর তিনি আলোকময় উজ্জ্বল প্রদীপ ও দিশারীতে পরিণত হন এবং তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন যেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই বিখ্যাত হিন্দুস্তানি চকচকে তরবারি। তিনি আমাদেরকে জাহান্নাম হতে ভীতি প্রদর্শন করেন ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং আমাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দেন। সুতরাং আল্লাহরই আমরা প্রশংসা করি।

>

ফুটনোট

[1] মুসলিম, হাদিস: ৯৭৬

[2] মুসলিম, হাদিস: ২০৪

[3] সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৩

[4] সূরা কাসাস, আয়াত: ৫৬ আহমাদ, হাদিস: ২৩৬৪৭; বুখারী, হাদিস: ১৩৬০; মুসলিম, হাদিস: ২৪

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8375>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন